



টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের আড়ালে ● টাইমস্কেপ তত্ত্ব

"টাইমস্কেপ" তত্ত্বটি মহাবিজ্ঞানের জন্য একটি মৌলিক পরিবর্তনকারী হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে, টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের কোনো উল্লেখ ছাড়াই। একটি দার্শনিক অনুসন্ধান।

মুদ্রিত হয়েছে ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org
দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

সূচিপত্র

১. 🕒 টাইমস্কেপ তত্ত্ব

১.১. 🟡 টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের একটি আড়াল

১.২. 🟡 রেডশিফটের ডপলার ব্যাখ্যা

১.৩. 🟡 ক্লান্ত আলোর তত্ত্ব

👤 বিজ্ঞান লেখক Eric J. Lerner

১.৪. 😬 বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ

২. আলবার্ট আইনস্টাইনের ‘ধর্মান্তরকরণ’ একজন বিশ্বাসীতে

২.১. **1929:** আইনস্টাইনের ধর্মান্তরকরণ নিয়ে একটি মিডিয়া হৈ-চৈ

২.২. **1931:** আইনস্টাইনের অব্যাহত প্রত্যাখ্যান

২.৩. **1931:** আইনস্টাইনের রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া প্রবন্ধ

২.৪. **1932:** আইনস্টাইনের বিশ্বাসীতে রূপান্তর

২.৫. **কেন?**

২.৫.১. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

২.৫.২. “ঈশ্বর করেছেন” যুক্তি

৩. 🕒 সময়ের শুরু

৩.১. কালাম দার্শনিক যুক্তি

৩.১.১. 🗨️ একটি আলোচনা

৪. উপসংহার

পলায়নের প্রচেষ্টা বিগ ব্যাং মহাবিজ্ঞান



CosmicPhilosophy.org-এ “*নিউট্রিনো বিদ্যমান নয়*” প্রকাশের এক মাস পর, যা প্রকাশ করে যে নিউট্রিনো হল “ ∞ অসীম বিভাজ্যতা” থেকে পলায়নের একটি ডগম্যাটিক প্রচেষ্টা, এবং বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান পত্রিকা ও প্রকাশকদের কাছে ইমেইলের মাধ্যমে একটি প্রেস রিলিজ পাঠানো হয়, যা কিছু বিনীত প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান ও নীরবতার সম্মুখীন হয়, বিজ্ঞান মিডিয়ায় শিরোনাম উঠে আসে যে ডার্ক এনার্জি বিদ্যমান নয়।

(2024) ডার্ক এনার্জি ‘বিদ্যমান নয়’: মহাবিশ্বের প্রসারণের তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ

সূত্র: Phys.org | মাসুলি নোটিসেস অফ দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি: লেটারস, ভলিউম ৫৩৭, ইস্যু ১, ফেব্রুয়ারি ২০২৫, পৃষ্ঠা এল৫৫-এল৬০

- ▶ নতুন গবেষণা ডার্ক এনার্জি তত্ত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল ~ ইয়াহু নিউজ
- ▶ ডার্ক এনার্জির রহস্য অবশেষে সমাধান হল - বিজ্ঞানীরা একটি মৌলিক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন ~ DailyMail
- ▶ রহস্যময় ডার্ক এনার্জিতে অগ্রগতি যেহেতু বিজ্ঞানীরা মৌলিক নতুন তত্ত্ব ঘোষণা করলেন ~ GBNews
- ▶ ‘গভীর প্রভাব’: ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ডার্ক এনার্জিতে অগ্রগতি করলেন ~ রেডিও নিউজিল্যান্ড

টাইমস্কেপ তত্ত্ব

মান্বলি নোটিসেস অফ দ্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি লেটারস-এ প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণাপত্রে, গবেষক অ্যান্টোনিয়া সাইফার্ট, জাকারি জি. লেন, মার্কো গ্যালোপ্পো, রায়ান রিডেন-হার্পার এবং প্রফেসর ডেভিড এল. উইল্টশায়ার-এর নেতৃত্বে একটি নতুন তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে যার নাম **‘টাইমস্কেপ মডেল’** যা সুপারিশ করে যে ত্বরিত প্রসারণের উপস্থিতি একটি “ভ্রম” যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সময়ের প্রবাহে মহাকর্ষের অসম প্রভাবের কারণে সৃষ্টি হয়। ঘন গ্যালাক্টিক অঞ্চল এবং বিরল মহাজাগতিক শূন্যতার মধ্যে সময় প্রসারণের পার্থক্য ডার্ক এনার্জি ছাড়াই ত্বরিত প্রসারণের ধারণা তৈরি করে।



নতুন ‘টাইমস্কেপ মডেল’ তত্ত্ব যা বিশ্বব্যাপী মিডিয়ায় একটি নতুন স্বাধীন তত্ত্ব হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, আসলে ● টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের মূল ধারণাটি নিয়ে সাধারণ আপেক্ষিকতার কাঠামোর মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এখানে দেখানো হচ্ছে কেন নতুন ‘টাইমস্কেপ মডেল’ তত্ত্বকে ‘টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের’ একটি আড়াল হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যা ১৯২৯ সাল থেকে বিগ ব্যাং মহাবিজ্ঞানের ভিত্তির মূল চ্যালেঞ্জার:

1. উভয় তত্ত্বই প্রমিত Λ CDM মহাবিজ্ঞানিক মডেল এবং মহাবিশ্বের পর্যবেক্ষিত ত্বরিত প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে ডার্ক এনার্জির উপর এর নির্ভরতাকে চ্যালেঞ্জ করে।
2. টায়ার্ড লাইট তত্ত্ব প্রস্তাব করে যে দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা আলোর ● রেডশিফট মহাজাগতিক প্রসারণের কারণে নয়, বরং মধ্যবর্তী মহাশূন্যের সাথে কোনো অনির্দিষ্ট "মিথস্ক্রিয়ার" কারণে।
3. টাইমস্কেপ মডেল টায়ার্ড লাইট তত্ত্বের এই মূল ধারণাটি নেয় - যে পর্যবেক্ষিত প্রসারণ একটি ভ্রম - এবং এটিকে সাধারণ আপেক্ষিকতা এবং মহাকর্ষীয় সময় প্রসারণের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করে।
4. বিভিন্ন মহাজাগতিক কাঠামোর মধ্যে সময়ের অসম প্রবাহ কীভাবে ত্বরিত প্রসারণের উপস্থিতি তৈরি করতে পারে তা দেখিয়ে, টাইমস্কেপ মডেল ক্লান্ত আলোর তত্ত্বের স্পষ্ট ভৌত প্রক্রিয়ার অভাবের ফাঁক পূরণ করে।

"টাইমস্কেপ" তত্ত্বটি মহাবিজ্ঞানের জন্য একটি মৌলিক পরিবর্তন এজেন্ট হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে, অত্যন্ত সন্দেহজনক ক্লাস্ত আলোর তত্ত্বের উল্লেখ ছাড়াই।

বিগ ব্যাং মহাবিজ্ঞানের গ্রহণ এবং ডগম্যাটিক সুরক্ষার পর থেকে বিজ্ঞানের স্ট্যাটাস কো দ্বারা ক্লাস্ত আলোর তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সক্রিয়ভাবে দমন করা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলি প্রকাশ করবে যে টাইমস্কেপ তত্ত্বটি বিজ্ঞানের দ্বারা বিগ ব্যাং তত্ত্বের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, '● ক্লাস্ত আলোর তত্ত্বের' দশক ধরে চলা বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানমূলক দমন থেকে পালানোর একটি প্রচেষ্টা হতে পারে।

অধ্যায় ১.২.

● রেডশিফটের ডপলার ব্যাখ্যা

ডপলার প্রভাব একটি সহজ ধারণা: যখন একটি ট্রেন আপনার দিকে আসে, ট্রেনের হর্নের শব্দ উচ্চতর মনে হয়। তারপর, যখন ট্রেনটি আপনার পাশ দিয়ে চলে যায় এবং দূরে সরে যায়, হর্নের শব্দ নিম্নতর মনে হয়। এই পিচের পরিবর্তন ডপলার প্রভাবের কারণে হয় এবং এই প্রভাব আজ ব্যবহার করা হয় দূরের গ্যালাক্সিগুলির আলো কেন দীর্ঘতর বা "লালচে" তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দিকে সরে যায় তা ব্যাখ্যা করতে।

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল ১৯২৯ সালে ● রেডশিফটের ডপলার ব্যাখ্যা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে, এবং এর সাথে সম্পর্কিতভাবে, মহাবিশ্ব একসময় একটি 'মহাজাগতিক ডিম'-এ সংকুচিত ছিল, যা চীনা, ভারতীয়, প্রি-কলম্বিয়ান, এবং আফ্রিকান সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রাচীন ধর্মীয় সৃষ্টি পুরাণ-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন বাইবেলের জেনেসিস বই, যা সবই (স্পষ্টতই রূপক অর্থে) 🕒 সময়ের শুরু-র একটি স্পষ্ট বর্ণনা দেয় — তা জেনেসিসের "ছয় দিনে সৃষ্টি" হোক বা প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদ-এর "মহাজাগতিক ডিম" হোক।

বিগ ব্যাং তত্ত্বকে মূলত "মহাজাগতিক ডিম তত্ত্ব" নামে নামকরণ করা হয়েছিল এবং ক্যাথলিক পুরোহিত জর্জেস লেমেত্র দ্বারা বাইবেলের জেনেসিস বই-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে "গতকাল বিহীন একটি দিন"-এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল।

আজকের বিজ্ঞানের বিগ ব্যাং মহাবিজ্ঞানে, মহাজাগতিক ডিম-কে একটি ‘আদি পরমাণু’ বলা হয় যা একটি গাণিতিক সিঙ্গুলারিটি বা ‘সম্ভাব্য ∞ অসীমতা’ প্রতিনিধিত্ব করে।

রেডশিফটের ডপলার ব্যাখ্যা বিগ ব্যাং মহাবিজ্ঞানের ভিত্তি।

অধ্যায় ১.৩.

ক্লান্ত আলোর তত্ত্ব

সুইস-আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রিৎস জ্বিকি ১৯২৯ সালে “ **ক্লান্ত আলোর তত্ত্ব**” প্রস্তাব করেছিলেন ∞ অসীম মহাবিশ্বের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পর্যবেক্ষিত রেডশিফট ব্যাখ্যা করার বিকল্প তত্ত্ব হিসেবে।

ক্লান্ত আলোর তত্ত্বের মূল ধারণা হল রেডশিফট একটি ভৌত প্রক্রিয়ার কারণে হয় যা আলোকে মহাকাশের মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় শক্তি হারাতে বাধ্য করে। এই প্রক্রিয়াকে প্রায়শই “ফোটন ক্লান্তি” বা “ফোটন বয়স্কতা” বলা হয়, যেখানে ফোটনগুলি মূলত মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় “ক্লান্ত” হয়ে পড়ে।

(2018) **ক্লান্ত আলো বিগ ব্যাং অস্বীকার করে**

সূত্র: [বিজ্ঞানী মিং-হুই শাও, না ওয়াং এবং জি-ফু গাও](#)

(2014) **ক্লান্ত আলো বিগ ব্যাং তত্ত্বকে খণ্ডন করে**

সূত্র: [tiredlight.net](#)

(2022) **নতুন ক্লান্ত-আলো তত্ত্ব একটি অসীম মহাবিশ্বে রেডশিফট এবং সিএমবি ব্যাখ্যা করে**

সূত্র: [tiredlight.org](#)

ক্লান্ত আলোর তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানমূলক (মতাদর্শ চালিত) দমনের সম্মুখীন হয়েছিল।

শিক্ষাবিদদের নির্দিষ্ট গবেষণা করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিগ ব্যাং তত্ত্বের সমালোচনা। বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক এরিক জে. লার্নার ২০২২ সালে লিখেছেন:



“বিগ ব্যাং সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ কোনো জ্যোতির্বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।”

(2022) বিগ ব্যাং ঘটেনি

সূত্র: দ্য ইনস্টিটিউট অফ আর্ট অ্যান্ড আইডিয়াস

অধ্যায় ১.৪.

“বিগ ব্যাং তত্ত্ব”

নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য নিষিদ্ধ

CosmicPhilosophy.org এর লেখক ২০০৮-২০০৯ সাল থেকেই বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন প্রাথমিক সমালোচক, যখন [Zielenknijper.com](https://www.zielenknijper.com) এর পক্ষে তাঁর দার্শনিক অনুসন্ধান প্রকাশ পায় যে বিগ ব্যাং তত্ত্বকে “🦋 স্বাধীন ইচ্ছা বিলোপ আন্দোলনের” চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা তিনি তখন অনুসন্ধান করছিলেন।



বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন সমালোচক হিসেবে, লেখক নিজেই বিগ ব্যাং সমালোচনার বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানমূলক দমন প্রত্যক্ষ করেছেন।

জুন ২০২১-এ, লেখককে Space.com থেকে নিষিদ্ধ করা হয় বিগ ব্যাং তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য। পোস্টটিতে আলবার্ট আইনস্টাইনের ‘রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া’ কাগজপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল যা প্রচলিত বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

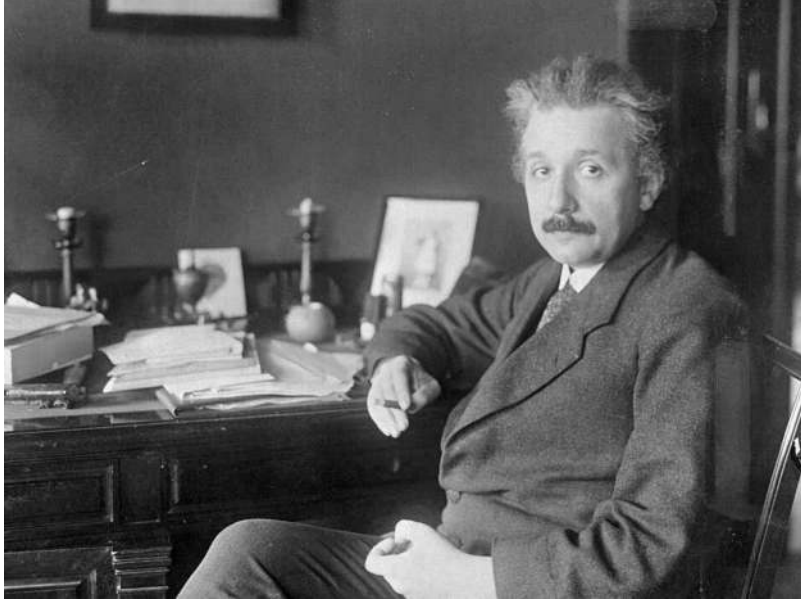
বার্লিনে প্রুশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ আলবার্ট আইনস্টাইন যে কাগজপত্র জমা দিয়েছিলেন তা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গিয়েছিল এবং ২০১৩ সালে জেরুজালেমে পাওয়া যায়...

(2024) আইনস্টাইনকে দিয়ে “আমি ভুল করেছিলাম” বলানো

সূত্র: অধ্যায় ২.

পোস্টটিতে আলোচনা করা হয়েছিল কিছু বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ধারণা নিয়ে যে বিগ ব্যাং তত্ত্ব ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেছে। এতে বেশ কিছু চিন্তাশীল প্রতিক্রিয়া এসেছিল। তবে, Space.com-এ সাধারণ রীতি অনুযায়ী শুধু বন্ধ করার পরিবর্তে এটি হঠাৎ করেই মুছে ফেলা হয়। এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপ এর অপসারণের পিছনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

মডারেটরের নিজের বিবৃতি, “এই থ্রেডটি তার গতিপথ শেষ করেছে। যারা অবদান রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ। এখন বন্ধ করা হচ্ছে”, বিরোধভাসপূর্ণভাবে একটি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিল যখন আসলে পুরো থ্রেডটিই মুছে ফেলা হয়েছিল। যখন লেখক পরে এই মুছে ফেলার সাথে বিনীতভাবে অসম্মতি জানান, প্রতিক্রিয়া আরও কঠোর হয় - তার সম্পূর্ণ Space.com অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করা হয় এবং সমস্ত পূর্ববর্তী পোস্ট মুছে ফেলা হয়, যা প্ল্যাটফর্মে বৈজ্ঞানিক বিতর্কের প্রতি উদ্বেগজনক অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে।



অধ্যায় ২.

আলবার্ট আইনস্টাইন

একজন ‘বিশ্বাসীতে’ তাঁর ধর্মান্তরকরণের ঐতিহাসিক
অনুসন্ধান

প্রচলিত বর্ণনা এবং আলবার্ট আইনস্টাইন **কেন** ∞ অসীম মহাবিশ্বের তাঁর তত্ত্ব ত্যাগ করে বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন ‘বিশ্বাসীতে’ রূপান্তরিত হয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান যুক্তি হল যে এডউইন হাবল ১৯২৯ সালে দেখিয়েছিলেন যে মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে রেডশিফটের ডপলার ব্যাখ্যার মাধ্যমে (অধ্যায় ১.২.), যা আইনস্টাইনকে স্বীকার করতে বাধ্য করে যে তিনি ভুল ছিলেন।

“এটি সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যা আমি কখনও শুনেছি।”
আইনস্টাইন বলেছিলেন, এবং তিনি ∞ অসীম মহাবিশ্বের জন্য তাঁর নিজের
তত্ত্বকে তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় ভুল বলে অভিহিত করেন।

(2014) আইনস্টাইনের হারানো তত্ত্ব বর্ণনা করে একটি মহাবিশ্ব বিগ ব্যাং ছাড়া

সূত্র: ডিসকভার ম্যাগাজিন

ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রকাশ করে যে প্রচলিত বর্ণনাটি অবৈধ এবং সরাসরি আলবার্ট আইনস্টাইনের কথিত ‘ধর্মাস্তরকরণ’ সম্পর্কিত একটি মিডিয়া হৈ-চৈ থেকে উদ্ভূত যা আইনস্টাইন পছন্দ করেননি বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন প্রমাণিত হয় হাবলের আবিষ্কারের দুই বছর পরে একটি প্রবন্ধে এডউইন হাবলের নাম নিয়মিতভাবে ডুল বানান করার মাধ্যমে - একটি বিবরণ যা আইনস্টাইনের সুপরিচিত সূক্ষ্ম কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আইনস্টাইনের “Zum kosmologischen Problem” (“মহাজাগতিক সমস্যা সম্পর্কে”) শীর্ষক প্রবন্ধটি রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায় এবং পরে জেরুজালেমে পাওয়া যায়, একটি তীর্থস্থানে, যখন আইনস্টাইন হঠাৎ করে একজন ‘বিশ্বাসীতে’ রূপান্তরিত হন এবং বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রচারের জন্য একজন পাদ্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে যোগ দেন।

যে ঘটনাগুলো আইনস্টাইনকে বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত করার দিকে নিয়ে যায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

অধ্যায় ২.১.

1929: আইনস্টাইনের ধর্মাস্তরকরণ নিয়ে একটি মিডিয়া হৈ-চৈ

১৯২৯ সাল থেকে আলবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে একটি বড় মিডিয়া হৈচৈ চলছিল যা দাবি করেছিল যে এডউইন হাবলের আবিষ্কারের কারণে আইনস্টাইন একজন ‘বিশ্বাসী’তে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

“দেশজুড়ে [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র] শিরোনাম জ্বলে উঠল, দাবি করে যে আলবার্ট আইনস্টাইন প্রসারমান মহাবিশ্বের একজন বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।”

১৯২৯ সালে সেই সময়ের মিডিয়া কভারেজ, বিশেষ করে জনপ্রিয় সংবাদপত্রগুলিতে, “আইনস্টাইন হাবলের আবিষ্কারে ‘রূপান্তরিত’” বা “আইনস্টাইন স্বীকার করলেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে” এর মতো শিরোনাম ব্যবহার করেছিল।

হাবলের নিজের শহরের সংবাদপত্র স্প্রিংফিল্ড ডেইলি নিউজ শিরোনাম দিয়েছিল “ওজার্ক পর্বতমালা [হাবল] থেকে নক্ষত্র অধ্যয়নের জন্য চলে যাওয়া যুবক

আইনস্টাইনকে তার মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে।”

অধ্যায় ২.২.

1931: আইনস্টাইনের অব্যাহত প্রত্যাখ্যান

ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখায় যে তাঁর ‘রূপান্তর’ সম্পর্কে মিডিয়া হৈচের পরবর্তী বছরগুলিতে আইনস্টাইন সক্রিয়ভাবে প্রসারমান মহাবিশ্বের তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

হাবলের আবিষ্কারের দুই বছর পর - [আইনস্টাইন] প্রসারমান মহাবিশ্বের তত্ত্বের একটি প্রধান ভ্রুটি তুলে ধরেন.... এটি আইনস্টাইনের জন্য একটি বড় বাধা ছিল। ... প্রতিবার যখন কোনো পদার্থবিজ্ঞানী এ বিষয়ে আইনস্টাইনের কাছে আসতেন, তিনি তত্ত্বটি খারিজ করে দিতেন।

অধ্যায় ২.৩.

1931: আইনস্টাইনের রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া প্রবন্ধ

১৯৩১ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন “Zum kosmologischen Problem” (“মহাজাগতিক সমস্যা সম্পর্কে”) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ বার্লিনের প্রুশিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ জমা দেন যাতে তিনি ∞ অসীম মহাবিশ্বের জন্য তাঁর তত্ত্ব বিকশিত করেন একটি নতুন মহাজাগতিক মডেল প্রবর্তনের মাধ্যমে যা অ-প্রসারমান মহাবিশ্বের সম্ভাবনার অনুমতি দেয়, যা ১৯২৯ সাল থেকে তাঁর ‘রূপান্তর’ সম্পর্কে মিডিয়া হৈচের দাবিগুলির সরাসরি বিরোধিতা করে।

এই প্রবন্ধে, যা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায় এবং ২০১৩ সালে জেরুজালেমে পাওয়া যায়, আইনস্টাইন এডউইন হাবলের নাম নিয়মিতভাবে ডুল বানান লিখেছিলেন, যা তিনি অবশ্যই ইচ্ছাকৃতভাবে করেছিলেন যখন বিবেচনা করা হয় যে আইনস্টাইন তাঁর সূক্ষ্ম কাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

1932: আইনস্টাইনের বিশ্বাসীতে রূপান্তর

তাঁর প্রবন্ধ হারিয়ে যাওয়ার অল্প পরে, আইনস্টাইন বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হন এবং তত্ত্বটি ‘প্রচার’ করার জন্য একজন ক্যাথলিক পুরোহিতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুড়ে সফরে যোগ দেন, যা ইঙ্গিত করে যে ধর্মীয় প্রভাব কাজ করে থাকতে পারে।



পুরোহিত জর্জ লেমের ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি সেমিনারে বক্তৃতা দেওয়ার পর, আইনস্টাইন একটি নাটকীয় কাজ করেন - তিনি উঠে দাঁড়ান, করতালি দেন এবং যা একটি বিখ্যাত উক্তি পরিণত হয়েছে তা করেন: “এটি সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর এবং সন্তোষজনক ব্যাখ্যা যা আমি কখনও শুনেছি!” এবং তিনি ∞ অসীম মহাবিশ্বের জন্য তাঁর নিজের তত্ত্বকে তাঁর জীবনের **সবচেয়ে বড় ভুল** বলে অভিহিত করেন।

তাঁর কথিত ‘রূপান্তর’ নিয়ে মিডিয়া হেঁচের সময় টানা বছরের পর বছর বিগ ব্যাং তত্ত্বকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা থেকে একজন পুরোহিতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জুড়ে সফর করে সক্রিয় প্রচারে যাওয়া, এটি একটি গভীর পরিবর্তন।

আইনস্টাইনের রূপান্তর বিগ ব্যাং তত্ত্বের প্রচারে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

কেন?

কেন আলবার্ট আইনস্টাইন ∞ অসীম মহাবিশ্বের জন্য তাঁর তত্ত্বকে তাঁর “সবচেয়ে বড় ভুল” বলে অভিহিত করলেন এবং বিগ ব্যাং তত্ত্বের একজন প্রচারক এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত ‘🕒 সময়ের গুরু’-র প্রতি রূপান্তরিত হলেন?

আলবার্ট আইনস্টাইনের রূপান্তরের ইতিহাসের অনুসন্ধান গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির একটি চাবিকাঠি ধরে থাকতে পারে, কারণ আইনস্টাইন বিশ্ব শান্তির জন্য একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি “বিশ্ব শান্তির তত্ত্ব” জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার আগে লেখা হয়েছিল, যা 🦋 GMODEbate.org-এ 🕊️ শান্তি তত্ত্ব সম্পর্কিত আমাদের **নিবন্ধে** অন্বেষণ করা হয়েছে।

যদি আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাঁর প্রেরণা কী হতে পারে?

কিছু স্পষ্ট প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও, এই প্রশ্নটি যতটা মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি দার্শনিক গভীরতা রাখতে পারে কারণ বিজ্ঞান প্রেরণার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে মতবাদকে গ্রহণ করা ছাড়া আর ভালো কিছু করতে নাও পারে।

বিজ্ঞানের দার্শনিক স্টিফেন সি. মেয়ার তাঁর দ্য মিস্টেরি অফ লাইফস অরিজিন বইয়ে লিখেছেন যে একটি প্রধান প্রেরণা যা সচেতনভাবে ধর্মীয় বিচ্যুতিকেও পছন্দ করতে পারে, তা হল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিজেই।

প্রবাদটি:

“প্রাথমিক সমস্যা হল প্রেরণা।”

ধর্মীয় প্রভাবের ইঙ্গিত সত্ত্বেও, আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্তের পেছনে যে অগ্রাধিকার ছিল, তা হতে পারে “ঈশ্বর করেছেন” যুক্তিতে নিহিত বৌদ্ধিক আলস্যের প্রতিরোধ।

বিরোধভাসভাবে, ধর্মীয় ‘সময়ের শুরু’ গ্রহণ করে, আইনস্টাইন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জনে বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্বার্থকে সেবা করতে সক্ষম হতেন।

সময়ের শুরু

দর্শনের একটি ক্ষেত্র

AEON-এ ২০২৪ সালের একটি প্রবন্ধে ‘ সময়ের শুরু’ ধারণার পিছনের দর্শন সম্পর্কে আরও পড়া যাবে, যা প্রকাশ করে যে বিষয়টি দর্শনের অন্তর্গত।

(2024) বিজ্ঞানীরা আর নিশ্চিত নন যে মহাবিশ্ব মহাবিস্ফোরণ দিয়ে শুরু হয়েছিল

সূত্র: [AEON.co](#)

যখন বিজ্ঞান মহাবিস্ফোরণ মহাজাগতিক তত্ত্ব এবং এর সম্পর্কিত “সময়ের শুরু”-র প্রতিরক্ষা করছে, একাডেমিক দর্শন ঠিক উল্টোটা করছে এবং ধর্মীয় “কালাম দার্শনিক যুক্তি” যা বলে সময়ের একটি শুরু আছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

দর্শনের অধ্যাপক অ্যালেক্স মালপাস এবং ওয়েস মরিস্টন-এর **অনন্ত এবং ∞ অসীম** শীর্ষক একটি প্রবন্ধ নিয়ে একটি ফোরাম আলোচনায়, নিউইয়র্কের একজন দর্শনের শিক্ষক নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছিলেন:

☕ অনন্ত এবং ∞ অসীম

টেরাপিন সেশন:

... যদি T_n -এর আগে অসীম পরিমাণ সময় থাকে তাহলে আমরা T_n -এ পৌঁছাতে পারব না কারণ T_n -এর আগে অসীম সময় সম্পূর্ণ করা যায় না। কেন নয়? কারণ অসীম এমন একটি পরিমাণ বা সংখ্যা নয় যা আমরা কখনও পৌঁছাতে বা সম্পূর্ণ করতে পারি।



... কোনো নির্দিষ্ট অবস্থা T -তে পৌঁছাতে, যদি পূর্ববর্তী পরিবর্তন অবস্থার একটি অসীম থাকে, তাহলে T -তে পৌঁছানো সম্ভব নয়, কারণ T -তে পৌঁছাতে অসীমকে সম্পূর্ণ করা যায় না।

আমি:

আপনি কালাম দার্শনিক যুক্তির পক্ষে সমর্থন করছেন।

টেরাপিন সেশন:

আমি একজন নাস্তিক।

আমি:

আপনি যদি যুক্তি দেন যে আপনি পোপ, তাও আপনার যুক্তির বৈধতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করবে না।

একজন কালামপন্থী যদি আপনার মতো একই যুক্তি দেয়, তাহলে কি তা ভিন্ন হবে?

সূত্র: ☕ অনলাইন দর্শন ক্লাব

“অনন্ত এবং ∞ অসীম” প্রবন্ধটি ফিলোসফিক্যাল কোয়ার্টারলি-তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির একটি ফলো-আপ “অল দ্য টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড” শীর্ষক প্রবন্ধ অক্সফোর্ডের মাইন্ড জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল।

(2020) অনন্ত এবং ∞ অসীম

সূত্র: অধ্যাপক মালপাসের ব্লগ | ফিলোসফিক্যাল কোয়ার্টারলি | অক্সফোর্ডের মাইন্ড জার্নালে ফলো-আপ

উপসংহার

“টাইমস্কেপ” তত্ত্বটি মহাজাগতিক বিজ্ঞানের জন্য একটি মৌলিক পরিবর্তন এজেন্ট হিসেবে প্রস্তাবিত হয়েছে, ● ক্লান্ত আলো তত্ত্বের কোনো উল্লেখ ছাড়াই। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের উৎপত্তির ইতিহাসের আলোকে যা টাইমস্কেপ তত্ত্ব চ্যালেঞ্জ করতে চায়, এটি প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া উচিত।



মহাবিশ্বের দর্শন

আপনার অন্তর্দৃষ্টি এবং মন্তব্যগুলি আমাদের সাথে
info@cosphi.org-এ শেয়ার করুন।

মুদ্রিত হয়েছে ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪

CosmicPhilosophy.org
দর্শনের মাধ্যমে মহাবিশ্বকে বুঝা

© 2024 Philosophical.Ventures Inc.